বর্ষ ৪ | সংখ্যা ১৩ | চৈত্র ১৪২৮ | মার্চ ২০২২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সাক্ষাৎ
সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অবহিতকরণ
গবেষণা কার্যক্রম আরো বৃদ্ধির নির্দেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে আজ বুধবার ২ মার্চ ২০২২ইং তারিখে গণভবনে সাক্ষাৎ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় মাননীয় উপাচার্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের সর্বশেষ অগ্রগতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, কার্যক্রম, মুজিব শতবর্ষ পিতার জন্মদিনে বিশেষ পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনোযোগসহকারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো জোরদার করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব মেডিক্যাল স্পেশালাইজড হলে রোগীদের যাতে বিদেশে যেতে না হয় সেজন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ারও নির্দেশ দেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবার পরিধি বিস্তৃত করতে আরো জায়গা বরাদ্দ দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনায় রয়েছে বলে জানান। কোভিডকালীন এই মহামারীর সময়ে সরাসরি সাক্ষাৎ প্রদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

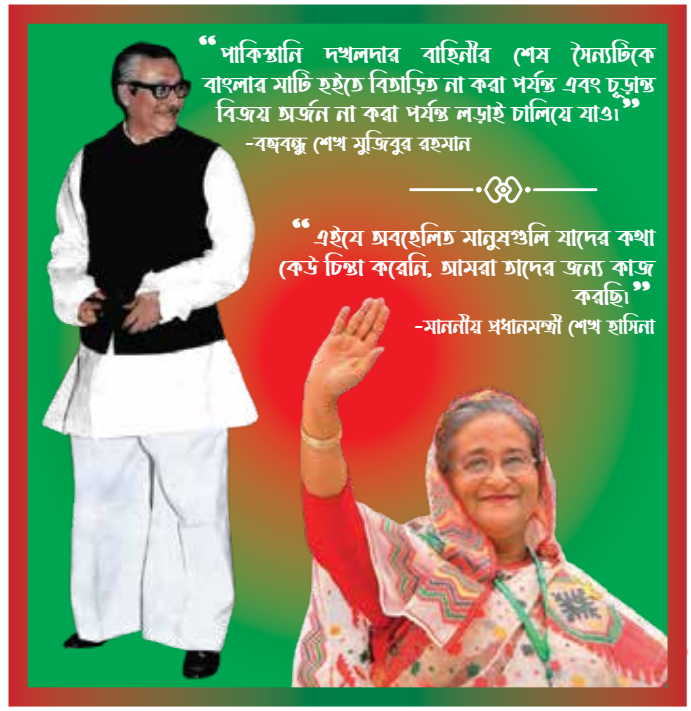

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ইনডাকশন প্রোগ্রাম (আবেশন) অনুষ্ঠান ২০২২ অনুষ্ঠিত

আজ মঙ্গলবার ১ মার্চ ২০২২ইং তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ)'র এ ব্লকের অডিটোরিয়ামে সমগ্র দেশের মেডিক্যাল শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জণের অভিপ্রায়ে মার্চ ২০২২ সেশনে ভর্তিকৃত রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের (Residency programme) শিক্ষার্থীদের ইনডাকশন (Induction) (আবেশন অনুষ্ঠান) প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে সারা দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষদের বিদেশী ছাত্রছাত্রীসহ মেডিক্যাল শিক্ষার্থীগণ, সম্মানিত ডীনবৃন্দ, কোর্স ডাইরেক্টরগণ, (বিএসএমএমইউ)'র অধিভুক্ত কলেজের প্রধানগণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ ইনডাকশন প্রোগ্রামে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশ নেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৭ জন বিদেশী শিক্ষার্থীসহ সার্জারি অনুষদ, বেসিক সায়েন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদ, মেডিসিন অনুষদ, ডেন্টাল অনুষদ এবং শিশু অনুষদের ১১৭৫ জন শিক্ষার্থী আবেশিত হন। শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলেই এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জনকারী সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ।

ইনডাকশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও নবাগত রেসিডেন্টদের শপথ বাক্য পাঠ করান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। ইনডাকশন বক্তা ছিলেন সাবেক উপাচার্য ও মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত। সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। নিজ নিজ অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন সার্জারি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. এএইচএম তোহিদুল আলম, বেসিক সায়েন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, শিশু অনুষদের ডীন আকতার, ডেন্টাল অধ্যাপক ডা. অধ্যাপক ডা. শাহীন আসগর মোড়ল। অনুষদের ডীন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মোহাম্মদ আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ডা. এবিএম আব্দুল মুজিব মেডিক্যাল অধিভুক্ত বিভিন্ন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক অধ্যক্ষগণ, নবাগত হান্নান। এছাড়াও রাখেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের রেসিডেন্টগণ বক্তব্য এই প্রোগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ ইনডাকশন মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ নবাগত রেসিডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সফল হওয়ার জন্য শুরুতেই সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে। জীবনে সততা, নৈতিকতাকে ধারণ করে ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে, তবেই সফলতা আসবে। তিনি তার বক্তব্যে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও উন্নয়নসমূহ তুলে ধরেন। ইনডাকশন বক্তা সাবেক উপাচার্য ও মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, সফল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অলসতা, বিলাসিতা ছাড়তে হবে। সততা, একাগ্রতা, নিরহংকার গুণকে অর্জন করতে হবে। লেখাপড়ার মধ্যে থাকতে হবে। গবেষণাকে গুরুত্ব দিতে হবে। রোগীদের প্রতি সবসময়ই সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন বলেন, ইনডাকশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীই মেডিকেল সাইন্টিস্ট। জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতা অর্জন ও উৎকর্ষ সাধনে রেসিডেন্সী প্রোগ্রামের বিকল্প নাই। তিনি তার বক্তব্যে চিকিৎসকদের মানবিক চিকিৎসক ও বিশ্বমানের গবেষক হওয়ার আহ্বান জানান। উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ বলেন, মেডিক্যাল শিক্ষার শেষ নাই। মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও গবেষণাকে স্মরণে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে। জনগণের জন্য কল্যাণকর গবেষণায় মনোযোগী হতে হবে। রোগীদেরকে নিজ পরিবারের সদস্য মতো সেবাদানের সাথে সাথে চৌকষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
বিশ্ব শ্রবণ দিবস ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি, সেমিনার অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোল্যারিংগোলজি হেড এন্ড নেক সার্জারি বিভাগ ও বাংলাদেশ সোসাইটি অফ অটোলজি এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব শ্রবণ দিবস ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার ২ মার্চ ২০২২ইং সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লকের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। 'শ্রবণ জীবনের তরে, তাই সযত্নে শুনুন!' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বের হওয়া র‍্যালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, অটোল্যারিংগোলজি হেড এন্ড নেক সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আজহারুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার ও উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ডা. এএইচএম জহিরুল হক সাচ্চু, অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল হাসনাত জোয়ারদার, অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান তরফদার, অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী, অধ্যাপক ডা. নাসিমা আখতার, অধ্যাপক ডা. এ আল্লাম চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ডা. শেখ হাসানুর রহমান (বাবর) প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে উক্ত বিভাগে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভূমিকম্প, অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধার বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত

যে দেশের প্রধানমন্ত্রী জেগে থাকেন সেই দেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না: ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান

বর্তমান সরকার মাটি ও মানুষের সরকার: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ৬ মার্চ ২০২১ইং তারিখে সি ব্লকের সামনে ভূমিকম্প, অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধার বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত সচিব মোঃ কামরুল হাসান, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফায়ার সার্ভিস এর ঢাকা বিভাগের প্রধান জনাব দিনমনি শর্মা।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ট্রাস্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, যেকোনো দুর্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনিদ্র রজনী কাটান। দুর্যোগের সর্বশেষ অবস্থার সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখেন। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী জেগে থাকেন সেই দেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং আরো এগিয়ে যাবে। মাননীয় ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২ হাজার ২ শত ৭৩ কোটি অনুমোদন দিয়েছেন। দেশে আজ ৪২ লাখ ভলান্টিয়ার কাজ করছেন। এটা যেকোনো দেশের জন্য একটি বিরাট পাওয়া। তিনি তাঁর বক্তব্যে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের মহান হিসেবে উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার হলো মাটি ও মানুষের সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গরিব মানুষের প্রতি দরদ বিশ্বে বিরল। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গরিব রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে অনুদান দিয়েছেন বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। প্রত্যেক দরিদ্র রোগীদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে ভীত না হয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, এ ধরণের মহড়া ও সচেতনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তর যে কাজ করছে অবশ্যই তা প্রশংসনীয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ব ডেন্টিস্ট্রি দিবস ২০২২ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ ৬ মার্চ ২০২১ইং তারিখে এ এবং বি ব্লকের মধ্যবর্তীস্থল বটতলা থেকে বিশ্ব ডেন্টিস্ট্রি দিবস ২০২২ উপলক্ষে বের হওয়ার বর্ণাঢ্য র‍্যালির প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ডে গতি ফিরে এসেছে। ডেন্টাল অনুষদে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে ডেন্টিস্ট্রি অনুষদের দন্ত বিভাগ সমূহের উচ্চতর শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণাসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট অব ডেন্টাল বেসিক এন্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্সেস'। এর মাধ্যমে দন্ত রোগের চিকিৎসা, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ফলে দন্ত চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের চাওয়া পুরণ হওয়ার সাথে সাথে দন্তরোগের উচ্চতর শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের শিক্ষা ও সেবা প্রদান করার সুযোগ তৈরি হয়। তাই ডেন্টাল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এবারে ছিল ভিন্ন মাত্রার আনন্দের আমেজ। বর্ণাঢ্য এই র‍্যালিতে ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়লসহ উক্ত অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ বেতার ভবনে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

প্রথমবারের মতো রাজধানীর শাহবাগের পুরাতন বাংলাদেশ বেতার ভবনে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বি ব্লকের ডা. মিল্টন হলে আলোচনা সভা, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার ও প্রদর্শনসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত হয়েছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এই দিবস উপলক্ষে সকাল ৯টায় বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, চিকিৎসকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, কর্মকর্তাবৃন্দ, নার্সবৃন্দ ও কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এরপর সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে প্রথমবারের মতো শাহবাগের পুরাতন বেতার ভবনে যেখান থেকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সমগ্র দেশের মানুষ শুনতে পেয়েছিলেন সেই ঐতিহাসিক ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের নিমিত্তে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এরপর সকাল ১০টায় শহীদ ডা. মিল্টন হলে ৭ মার্চের 'ভাষণের প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূখ্য আলোচক ছিলেন ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

মহতী এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ

বিএম আব্দুল হান্নান, ট্রাস্টর হাবিবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচীপালন কালে মেডিক্যাল মাননীয় উপাচার্য শারফুদ্দিন আহমেদ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধে যার ফল শ্রুতিতে অর্জিত হয়েছে। বলেন, বাংলাদেশ সম্প্রচার ভবন ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়। এটি দেশের প্রথম এবং প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ ব্রডকাস্টিং হাউজ। এই সম্প্রচার ভবন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহকরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভবনের নীচ তলায় আঞ্চলিক প্রকৌশলীর দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের অবস্থান। এই কেন্দ্রটি পুরাতন প্রচার ভবন নামে পরিচিত। ১৯৭১ এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে এই কেন্দ্রের সকল সম্প্রচার কার্যক্রম বেতার কর্মীরা বন্ধ করে দেন এবং তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পরের দিন ৮ মার্চ সকালে এখান থেকে ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রচারিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কেন্দ্রের ১ নং ষ্টুডিও থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম সরাসরি ভাষণ প্রদান করেন। এই পুরাতন বেতার ভবন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবার পরিধি বিস্তৃত করতে এই ভবনটি অত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন পুরাতন বেতার ভবনের যে কক্ষ হতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারিত হয়েছে তা সংরক্ষণ করে জাদুঘর করার উদ্যোগ নিয়েছে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণ করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, ঐতিহাসিক ৬ দফার মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সুচতুরতার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আজো যারা ৭ মার্চকে স্বীকার করে না বা ৭ মার্চ যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তা বুঝতে ও মানতে চায় না তাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। মূখ্য আলোচক ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান ১৯৭১ সালের স্মৃতিচারণ করে বলেন, একটি ভাষণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার ভবনে ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি বিভাগ চালু হওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হলো

প্যাথলজিক্যাল ময়নাতদন্তসহ সব ধরণের ময়নাতদন্ত হবে

এমডি, ফরেনসিক মেডিসিন প্রথমব্যাচের রেসিডেন্টদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের পৃষ্ঠপোষকতায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পুরাতন বেতার ভবনে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হলো। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শিক্ষার জন্য ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকে এখানে প্যাথলজিক্যাল ময়নাতদন্তসহ সব ধরণের ময়নাতদন্ত হবে। আজ ৮ মার্চ ২০২২ইং তারিখে পুরাতন বেতার ভবনের দ্বিতীয় তলায় উক্ত বিভাগ এবং এমডি, ফরেনসিক মেডিসিন প্রথমব্যাচের রেসিডেন্টদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ চালু হওয়ায় দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন থেকে ময়নাতদন্ত হবে। ফরেনসিক মেডিসিন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। মাননীয় উপাচার্য তার বক্তব্যে ফরেনসিক মেডিসিন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ তৈরি এবং দেশব্যাপী এই বিষয়ে চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারে যা যা করণীয় সেক্ষেত্রে সব ধরণের সহায়তা করা হবে বলে উল্লেখ করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহ আলম, ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, জেষ্ঠ্য শিক্ষক অধ্যাপক ডা. এম মুজাহেরুল হক, অধ্যাপক ডা. শামসুল ইসলাম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
র‍্যালি আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদযাপিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যালি, আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদযাপিত এবারের প্রতিপাদ্য হলো- "টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য"। গুরুত্বপূর্ণ এই দিবস উপলক্ষে আজ ৮ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশ নেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ উক্ত র‍্যালির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। র‍্যালি শেষে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের নিমিত্তে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন। বক্তব্য রাখেন সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, অধ্যাপক ডা. শাহিন আকতার। সভায় সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, পুরুষের চাইতে নারীরা তিন গুণ বেশি কাজ করেন। তারা ঘরে বাইরে সমান দক্ষ। বঙ্গবন্ধু সাফল্য নেপথ্যের রয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর অবদান। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণেও রয়েছে বঙ্গমাতার অবদান। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদক্ষেপের কারণে সকল ক্ষেত্রেই নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রেও নারীরা ভাল করছে। নারীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। গবেষণার ক্ষেত্রেও নারীরা ভালো করছেন। আগামীতে যেসকল নারী চিকিৎসক গবেষণায় আরো ভালো করবেন তাদেরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুরুস্কৃত করা হবে।

উক্ত আলোচনা সভায় 'স্বাস্থ্য গবেষণা ও নারী গবেষক- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত: সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক মূল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরম্যাটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন। ডা. ফারিহা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন- জাতির জনক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ বিশ্বের সকলের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫-এ জেন্ডার ও নারীর অংশগ্রহণ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন ও নারীর অংশগ্রহণ বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে বলে মনে করেন ডা. ফারিহা হাসিন। সভায় উপস্থিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ টেকসই উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নারী অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। নারী যদি স্বাস্থ্য গবেষণার মূল হয়ে উঠতে পারে তবে স্বাস্থ্য সেবায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হবে। এর জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জগুলো খুঁজে বের করে গবেষণায় জনবল হিসেবে নারীকে এগিয়ে নেয়া।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য
প্রখ্যাত চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর লেখা বই

"চেতনায় বঙ্গবন্ধু মননে জননেত্রী" এর মোড়ক উন্মোচন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, প্রখ্যাত চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর লেখা বই আজ বুধবার ৯ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২ এর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (বইমেলার) মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে "চেতনায় বঙ্গবন্ধু মননে জননেত্রী" এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। বইটি অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২ এর নক্ষত্র প্রকাশনীর স্টল নং-৯৯ এ পাওয়া যাচ্ছে। বইটি প্রথম দিনেই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোঃ এনামুল হক, এমপি, ডিএমপির গোয়েন্দা (রমনা) বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) এইচ এম আযীমুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ডা. এএইচএম জহিরুল হক সাচ্চু, শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ মোজাফফর আহমেদ, লেখক ও শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

"চেতনায় বঙ্গবন্ধু মননে জননেত্রী" বই এর লেখক মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেই অনুভূতি থেকেই আমার এই প্রয়াস। স্বাস্থ্যখাতকে ও দেশের সামগ্রিক বিষয়কে যেভাবে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে নিয়ে গেছেন, বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের পথেই এগিয়ে চলছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। অন্য বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, প্রখ্যাত চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৮ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে কাজ করেন। তার এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি লিখে যাচ্ছেন এটা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি যেমন গুণী চিকিৎসক, তেমনি সুলেখক এবং দক্ষ প্রশাসক। চিকিৎসক সমাজের জাতীয় নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ লিখিত বই "চেতনায় বঙ্গবন্ধু মননে জননেত্রী" ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বড় পাওয়া। যা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের কান্ডারি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জানতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-ব্লকে পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড থ্যালাসেমিয়া ডে-কেয়ার সেন্টার ও

শিশু পালমোলজি ওয়ার্ড এবং মুভমেন্ট ফর থ্যালাসেমিয়া ইরাডিকেশন ইন বাংলাদেশ এর শুভ উদ্বোধন

বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা ও চক্ষু পরীক্ষা করা অবশ্যই উচিত: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-ব্লকে আজ বুধবার ৯ মার্চ ২০২২ইং তারিখে পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড থ্যালাসেমিয়া ডে-কেয়ার সেন্টার ও শিশু পালমোলজি ওয়ার্ড এবং মুভমেন্ট ফর থ্যালাসেমিয়া ইরাডিকেশন ইন বাংলাদেশ এর শুভ উদ্বোধন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনসচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে। থ্যালাসেমিয়াকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। বিয়ের পাত্র পাত্রী যদি উভয়ই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হয় তাহলে সন্তানও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হবে। তাই এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার দরকার। বিয়ের আগে চক্ষু পরীক্ষা করে নিলেও ভালো হয়। কারন পাত্র পাত্রীর উভয়ের চোখের পাওয়ার মাইনাস হলে সন্তানও এই সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, কোন রোগে কত মানুষ আক্রান্ত তার সঠিক ডাটা সংগ্রহ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম আরো বাড়াতে হবে। যারা ভালো গবেষণা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। মহতী এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এটিএম আতিকুর রহমান, উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ডা. চৌধুরী ইয়াকুব জামাল, অধ্যাপক ডা. মোঃ আনোয়ারুল করিম, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, সহকারী প্রক্টর মোঃ ফারুক হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ ৯ মার্চ ২০২২ইং তারিখে সি ব্লকে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এএইচএম তৌহিদুল আলমের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: সোহেল গাজী। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত

শিক্ষক, চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদকে ধন্যবাদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। মামলাটি নিরপেক্ষভাবে তদন্তকাজে সহযোগিতা করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারসহ বর্তমান প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও চিকিৎসক সমাজ। ২০১৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক নিয়োগে নানা অভিযোগ উঠলে শিক্ষক ও চিকিৎসকরা এর প্রতিবাদ করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রশাসন বাদী হয়ে ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ৪৮ জনকে আসামি করে মামলা করে। সম্প্রতি মামলা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেন আদালত।

এই ধরণের মামলার নজির নেই বলেও শিক্ষকবৃন্দ উল্লেখ করেন এবং এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কলঙ্কমুক্ত হয়েছেন বলে তারা উল্লেখ করেন। এদিকে আজ বুধবার ৯ মার্চ ২০২২ইং তারিখে মামলা থেকে অব্যাহতির নোটিশ পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারের সাথে তাঁর কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)-এর নেতৃবৃন্দ সাক্ষাত করেন। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাচিপের সম্মানিত আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. আবু নাসার রিজভী, সদস্য সচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিটো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. সুভাষ কান্তি দে, সহকারী প্রক্টর ও সহযোগী অধ্যাপক ডা.া হেলাল উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. (আর.এস) জেনারেল সার্জারি ডা. বিদ্যুৎ চন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে সার্বিক সহায়তার জন্য মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। এসময় মাননীয় উপাচার্য মহোদয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ ৯ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বিশ্ব নারী দিবস ২০২২ উপলক্ষে অবস এন্ড গাইনী বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস এন্ড গাইনী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. বেগম নাসরীন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ও আলোকপাত করেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক অধ্যাপক মেসবাহ কামাল এবং গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজী বিভাগের অধ্যাপক ডা. ফৌজিয়া হোসেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: সোহেল গাজী। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ব কিডনী দিবস ও বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ ২০২২ উদযাপিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার ১০ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বিশ্ব কিডনী দিবস ও বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ (৬-১২ মার্চ) ২০২২ উদযাপিত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশ্ব কিডনী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ রেনাল এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে 'সুস্থ কিডনী সবার জন্য জ্ঞানের সেতুবন্ধনে সাফল্য' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয় এবং সি ব্লকে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সেখানে রেনাল এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা. কে বি এম হাদিউজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ রেনাল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ রফিকুল আলম, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিডনী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম প্রমুখ। পরে শহীদ ডা. মিলন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডা. এম এ সামাদ, অধ্যাপক

ডা. হারুন অর রশীদ, অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

বিশ্ব কিডনী দিবস উপলক্ষে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে বটতলা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ১১টায় কিডনী 'চিকিৎসায় প্রয়োজন জ্ঞানের সেতু বন্ধন' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। পরে অত্র এ ব্লক অডিটোরিয়ায়ে জনসেচতনা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ। সভাপতিত্ব করেন পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. রণজিত রঞ্জন রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক ডা. আফরোজা বেগম। গুরুত্বপূর্ণ ওই অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডা. গোলাম মাঈন উদ্দিন, অধ্যাপক ডা. আনোয়ার হোসেন খান, অধ্যাপক ডা. শিরিন আফরোজ, ডা. তাহমিনা জেসমিন, ডা. সৈয়দ সাইমুল হক প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, কিডনী মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর মাধ্যমে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা পায়। ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক খাদ্যাভাস, নিয়মিত ব্যায়াম, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, চিকিৎসক এর পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে কিডনীকে সুস্থ রাখা সম্ভব। তিনি বলেন, কিডনীর সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসেন বলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মেডিক্যাল কলেজসহ দেশের বিভাগ ও জেলা পর্যায়েও রোগীদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। তবে আমরা যাতে কিডনী রোগে আক্রান্ত না হই সে জন্যই সবাইকে সচেতন হতে হবে। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, বড়রা যেমন কিডনী রোগে আক্রান্ত হয় তেমনি শিশুরাও কিডনী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে মোকাবিলা করতে হবে। এদিকে বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ ২০২২ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো আপনার 'দৃষ্টি রক্ষা করুন, সুন্দর পৃথিবী উপভোগ করুন'। মাননীয় উপাচার্য তার বক্তব্যে চক্ষুরোগ বিষয়ে আরো গবেষণার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, বিশ্বে গ্লুকোমা রোগীর সংখ্যা ২.৮% হলেও বাংলাদেশে ৩৫ বছরের উর্ধ্বে এই সংখ্যা ৩%। তিনি বলেন, গ্লুকোমা সপ্তাহ সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে। এই রোগ নির্ণয়ে গ্লুকোমা স্ক্রীনিং অব্যাহত রাখতে হবে। সাথে সাথে চক্ষু চিকিৎসকদের গ্লুকোমা সন্দেহ হলে রোগীর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। মনে রাখতে হবে, গ্লুকোমা চোখের প্রধান স্নায়ু রজ্জুর রোগ। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে স্থায়ী অন্ধত্ব বরণ করতে হয় রোগীকে। বাস্তবতা হলো রোগী অনেক সময় নিজেও জানেন না যে তার গ্লুকোমা হয়েছে। এটা একটা বড় সমস্যা। গর্ভাবস্থায় মায়ের পেটে থেকেও নবজাতকের এই সমস্যা হতে পারে। তাই গ্লুকোমা প্রতিরোধে সচেতনার বিকল্প নাই। সেমিনার শেষে সি ব্লকের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

খাদ্যে ক্ষতিকারক উপাদানের উপস্থিতি (ফুড হ্যাজার্ড) নিয়ে ৩টি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে: অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করাই গবেষণার মূল লক্ষ্য: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

টাকা খরচ করে সন্তানের জন্য খাবারের নামে কী কিনে নিচ্ছি তা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে: এক আলোচকের অনুভূতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সোমবার ১৪ মার্চ ২০২২ইং তারিখে শহীদ ডা মিল্টন হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খাদ্যে ক্ষতিকারক উপাদানের উপস্থিতি (ফুড হ্যাজার্ড) নিয়ে ৩টি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা ও বিএমআরসি এর বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক খন্দকার আব্দুল আউয়াল রিজভী প্রমুখসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিনবৃন্দ, জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, জনস্বাস্থ্যবিদ, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক গবেষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ খালেকুজ্জামান।

বিএমআরসি এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোর জন্য অবশ্যই রেকর্ড রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, লবণ ও চিনি যতটা সম্ভব কম খাওয়া ভালো বা পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে। মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে, শুধু কাঁচা লবণ না খেলেই চলে, আসলে তা নয়, রান্নাতেও লবণের ব্যবহার পরিমিত হতে হবে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লবণ খাচ্ছে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা কারো বিরুদ্ধে নই, আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করা। স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের সাথে সাথে নিয়মিত ব্যায়াম ও ডিসিপ্লিন এর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অন্য বক্তারা বলেন, আমরা আমাদের প্রিয় সন্তানদের জন্য কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ খরচ করে প্রতিদিন খাবারের নামে বিষয় কিনে নিচ্ছি না তো। খাবারের নামে আমরা কী খাচ্ছি তা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। খাদ্য সামগ্রী উৎপাদক ও ব্যবসায়ীবৃন্দের জাতির প্রতি কমিটমেন্ট থাকতে হবে। প্রতারণা, ছাল চাতুরী বন্ধ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সম্মিলিত পর্যায়ে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ঢাকার বাজারে বিক্রি হওয়া ঠান্ডা-পানীয় স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকারক উপাদান এাই গবেষণাটি করেন ডা. এএইচএম গোলাম কিবরিয়া। বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশের এর জন্য অসংক্রামক রোগ দায়ী। চিনি, ক্যাফেইন, ভারী ধাতু ইত্যাদিযুক্ত কোমল পানীয় অসংক্রামক রোগের পাশাপাশি শিশুদের স্থূলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে ভূমিকা পালন করে। ঢাকা শহরের বাজারে পাওয়া সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পেট-বোতলজাত ব্র্যান্ডের দশটি কোমল পানীয় এবং পাঁচটি এনার্জি ড্রিংকের নমুনা ক্রয় করা হয়েছিল। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পানীয়ের পিএইচ মাত্রা ৩ এর নিচে ছিল। অ্যাসিডিক মাত্রা ৩ এর নিচে থাকায় তা দাঁতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। একটি পরিবেশনে (২৫০ মিলি) মোট চিনির পরিমাণ কোমল পানীয়ের জন্য ২০.৮ ২৮.৮ গ্রাম এবং এনার্জি ড্রিংকের জন্য ২২.৬-৩৭.০ গ্রাম পাওয়া গেছে। (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য একদিনে সর্বোচ্চ চিনি গ্রহণ মাত্রা ২৫ গ্রাম। অধিকাংশ পানীয়ের বেলায়ই একটি পরিবেশন দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা পূরণ করে ফেলতে পারে। কোমল পানীয়ের তুলনায় এনার্জি ড্রিংকে ক্যাফেইনের মাত্রা বেশি ছিল। ক্যাফেইনের জন্য বিএসটিআই অনুমোদিত সর্বোচ্চ গ্রহনযোগ্য মাত্রা ১৪৫ পিপিএম হলেও একটি এনার্জি ড্রিংকে এর মাত্রা পাওয়া গেছে ৩২১.৭ পিপিএম। এক পরিবেশন (২৫০ মিলি) কোমল পানীয় এবং এনার্জি ড্রিংকে সীসার মাত্রা ছিল যথাক্রমে ০.০৫৩ মি.গ্রাম এবং ০.০৪৮ মি.গ্রাম।

ঢাকার বাজারে পাওয়া যায় এমন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং ফ্রায়েড চিকেনে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক উপাদান এই গবেষণাটি করেন ডা. সাজিয়া ইসলাম। বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয় ফাস্টফুড তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং ফ্রায়েড চিকেন, যা নিম্ন খাদ্যমান ও স্থূলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রায়ই এইসব খাবারে উচ্চমাত্রার সোডিয়াম, ট্রান্স ফ্যাট, ভারী ধাতু (হেবি মেটাল) থাকার কথা শোনা যায় যেগুলো উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, বিষণ্নতা, স্টোক, ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে শিশু কিশোরদের পছন্দের খাদ্যতালিকায় ফাস্ট ফুড বড় আসন দখল করে আছে যে কারণে তাদের মধ্যে স্থূলতার পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি পরবর্তীতে অসংক্রামক রোগ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। ৫টি সর্বোচ্চ বিক্রিত (দৈনিক বিক্রির পরিমাণ অনুযায়ী) ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং ফ্রায়েড চিকেনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এর একটি পরিবেশনে (১০০ গ্রাম) গড়ে পাওয়া গেছে। সোডিয়াম-০.৪৫ গ্রাম (এক পরিবেশন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেলে দৈনিক অনুমোদিত মাত্রার (২ গ্রাম) চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ খাওয়া হয়ে যাবে)। আর্সেনিক-০.০৯৩ মি. গ্রাম (এক পরিবেশন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেলে দৈনিক সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রার (০.২২ মি. গ্রাম) ৪২.২৭% পরিমাণ খাওয়া হয়ে যাবে)। ট্রান্স ফ্যাটি এসিড-০.১১ গ্রাম। সীসা-০.০০৩ মি.গ্রাম । ফ্রায়েড চিকেন এর একটি পরিবেশনে (১০০ গ্রাম) গড়ে পাওয়া গেছে। সোডিয়াম-০.৪৬ গ্রাম (এক পরিবেশন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেলে দৈনিক অনুমোদিত মাত্রার (২ গ্রাম) চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ খাওয়া হয়ে যাবে)। আর্সেনিক-০.০৫৩ মি. গ্রাম এবং সীসা ০.০০৬ মি. গ্রাম (এক পরিবেশন ফ্রায়েড চিকেন খেলে দৈনিক সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রার ৩% গ্রহণ করা হয়ে যাবে, যেখানে দৈনিক অনুমোদিত মাত্রা আর্সেনিকের জন্য ০.২২ মি. গ্রাম এবং সীসার জন্য ০.২৫ মি.গ্রাম)। ট্রান্স ফ্যাটি এসিড-০.১৩ গ্রাম।

বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচলিত প্রক্রিয়াকৃত প্যাকেটজাত খাবারে লবণ, চিনি এবং চর্বি এর পরিমাণ মূল্যায়ন করা এবং খাদ্যের লেবেলে প্রদত্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা যাচাই করা। এই গবেষণাটি করেন প্রফেসর ড. সোহেল রেজা চৌধুরী। সাম্প্রতিক সময়ে রেডি টু-ইট পক্রিয়াকৃত প্যাকেটজাত খাবার বিশ্বব্যাপী অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উচ্চ পরিমাণে লবণ, চিনি, Saturated fatty Acid (SRA), Trans Fatty Acid (TRA) এবং ক্যালরি থাকার কারণে এই খাবার গুলো স্থূলতা এবং খাদ্য-সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগের প্রধান অবদানকারী হিসেবে পরিচিত। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রক্রিয়াজাত খাবারের উৎপাদন বার্ষিক গড়ে ৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রুত নগরায়ণ, ক্রমবর্ধমান আয় এবং খাদ্য শিল্পের সম্প্রসারণকে প্রক্রিয়াকৃত খাবারের চাহিদা বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খাদ্য নির্বাচনের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং ক্যালরি সমৃদ্ধ ও পুষ্টিহীন খাবারের ব্যবহার এড়ানোর ক্ষেত্রে ভোক্তারদের সহায়তা করার জন্য যথাযথ পুষ্টি লেবেলিং একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচলিত প্রক্রিয়াকৃত প্যাকেটজাত খাবারে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, ক্যালরি, ডায়েটারি ফাইবার, সোডিয়াম, চিনি, এসএফএ এবং টিএফএ এর পরিমাণ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগে পরিচালিত পারিবারিক জরিপ এবং বাজার সমীক্ষা এর মাধ্যমে মোট ৯টি সর্বাধিক প্রচলিত প্রক্রিয়াকৃত প্যাকেটজাত খাবার চিহ্নিত করা হয়েছিল। কোন ব্র্যান্ডের পণ্যই টিএলএল সিস্টেম অনুযায়ী ক্ষতিকর উপাদানগুলোতে সবুজ (কম পরিমাণে) এবং এইচএসআর স্কিম অনুযায়ী ৪ বা তার বেশি স্টার পায়নি। একমাত্র মটর ভাজা এইচএসআর সিস্টেমে সর্বোচ্চ গড়ে ২.৫ রেটিং পেয়েছিল। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালরি, লবণ, চিনি, এসএফএ এবং টিএফএ এর সঠিক প্রতিবেদন কোনো পণ্যতেই পাওয়া যায়নি। ১০০ গ্রাম লজেন্স/ললিপপ, ভাজা ডাল/মটর এবং দুধের চকোলেট যথাক্রমে ডঐঙ এর দৈনিক গ্রহণযোগ্য চিনি, লবণ এবং এর ঝঋঅ মাত্রা অতিক্রম করেছিল। ৭০.৮ শতাংশ নমুনায় কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ অতিরিক্ত এবং ৬৬.৭ শতাংশ নমুনায় লবণের পরিমান কম রিপোর্ট করা হয়েছিল। ৪৫.৮ শতাংশ নমুনায় এসএফএ, ৩৭.৫ শতাংশ নমুনায় টিএফএ ও ফাইবার এবং ২০.৮ শতাংশ নমুনায় লবণ ও চিনির রিপোর্ট অনুপস্থিত ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ১০০ আলোকচিত্র প্রর্দশন ও শিশুদের ফটোগ্যালারীর উদ্বোধন এবং সকাল ১০টায় এ-ব্লকের অডিটরিয়ামে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে আজ ১৬ মার্চ ২০২২ইং তারিখ সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বটতলায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ১০০ আলোকচিত্র প্রর্দশনী ও শিশুদের ফটোগ্যালারীর উদ্বোধন করা হয় এবং সকাল ১০টায় শহীদ ডা. মিল্টন হলে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাননীয় সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, চিকিৎসকবৃন্দ, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিশু গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ও নিউট্রিশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ রোকুনুজ্জামান, নিওনেটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাননীয় সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশকে ও দেশের মাটিকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হবে। সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসারসহ চিকিৎসাসেবা ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যেকোনো ধরণের সহায়তার প্রয়োজন হলে তা নিশ্চিত করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না এবং বর্তমানে কেহই আজকের অবস্থানে থাকতাম না। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। শিশু বান্ধব বঙ্গবন্ধু শিশুদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন। শিশুরা সৎ ও সুন্দর। আমাদেরকেও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে সততার সাথে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সোনার বাংলাদেশ।

আজ সোমবার ১৪ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার অটোলোগাস হেমোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যানটেশন ফর লিভার সিরোসিস এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, হেপাটোলজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশন এর প্রধান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল প্রমুখ। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

আজ সোমবার ১৪ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার 'ব্রেন ডেথ এন্ড ক্যাডাভেরিক কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বিষয়ে আয়োজিত ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা, ফ্রি সার্জারি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা প্রদান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীসহ নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপিত প্রায় ৪ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ও সি ব্লকে স্থাপিত এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগে মেডিসিন, সার্জারি, ডেন্টাল, শিশু অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অংশগ্রহণে রোগীদের চিকিৎসাসেবা বিনামূল্যে প্রদান, ফ্রি সার্জারি, বেসিক সায়েন্স ও প্যারিক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে রোগীদের রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা বিনামূল্যে প্রদান, বটতলায় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, বৃক্ষরোপণ, কেককাটা, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভর্তিকৃত রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়ামাহফিলসহ নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপিত হয়েছে। এসকল কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। মহতী এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসকবৃন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না। আবার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না থাকলে এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে এই বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হবে। তাই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসে আমাদের শপথ হলো নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ঐকবদ্ধভাবে কাজ করে যাবো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), ইপনা, গ্রাজুটে নার্সিং বিভাগ, নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও পুষ্পস্তবক অপর্ণের মাধ্যমেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

উক্ত কর্মসূচী পালন ছাড়াও অত্র বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ইনডোর, জরুরি বিভাগ, ফিভার ক্লিনিক, পিসিআর ল্যাব, বঙ্গমাতা কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল, কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম চালু রয়েছে। এদিকে প্রায় ৪ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে মেডিসিন ও শিশু অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ২৩৮৭ জন, সার্জারি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ১৪৪৪ জন, ডেন্টাল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ১০৯ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে ২ দিনব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রথম দিন গতকাল ১৬ মার্চ ২০২২ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বটতলায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ১০০ আলোকচিত্র প্রর্দশনী ও শিশুদের ফটোগ্যালারীর উদ্বোধন করা হয় এবং শহীদ ডা. মিল্টন হলে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাননীয় সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ২০২২ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত ফলাফল প্রকাশ, পরীক্ষার্থী ৭২১৯ জন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ২০২২ইং শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোনোরকম অভিযোগ ছাড়াই এই ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার ১৮ মার্চ ২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলও আজ শুক্রবারই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে https://bsmmu.edu.bd/notice/690/result-of-admission-test-july-2022-for-m-phil-m-med-diploma-and-mph-courses ও নোটিশবোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এবং সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন এর নির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ইফতেখার আলম ও অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল হাকিম সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই পরীক্ষা কার্যক্রমের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছেন।

স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের মধ্যে এমফিল, এমএমইডি ও ডিপ্লোমা ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার সকাল ৯টা হতে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এমফিল পিএসএম ও এমপিএইচ ভর্তি পরীক্ষা শাহবাগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আজ বিকাল ৩টা হতে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবছর মোট পরক্ষার্থীর সংখ্যা হলো ৭ হাজার ২ শত ১৯ জন। এর মধ্যে মেডিসিন অনুষদে ১৫৬২ জন, সার্জারি অনুষদে ৩৫৪৩ জন, বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদে ৫৬৬ জন, ডেন্টাল অনুষদে ১৭৩ জন, প্রিভেনটিভ এন্ড সোস্যাল মেডিসিন অনুষদে ৬০৮ জন এবং শিশু অনুষদে ৭৬৭ জনসহ মোট-৭২১৯ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

এদিকে আজ শুক্রবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভিন্ন পরীক্ষার হল পরিদর্শন করেন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরীক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় বিকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এমফিল পিএসএম ও এমপিএইচ ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সকালে ও বিকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারের বিভিন্ন পরীক্ষার হল পরিদর্শনকালে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, সার্জারি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, শিশু অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, বেসিক সাইন্স অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, নার্সিং অনুষদ ও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ডা. মোঃ হারিসুল হক, হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ইফতেখার আলম, মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার-ই-মাহাবুব, অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল হাকিম, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-২ মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক, উপ- রেজিস্ট্রার-১ ডা. হেলাল উদ্দিন, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের একান্ত সচিব ১ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের একান্ত সচিব ২ সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দেবাশীষ বৈরাগী, মিডিয়া সেল সমন্বয়ক সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবিঃ মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ই ব্লকের ট্রেনিং রুমে রিফ্রেশার্স কোর্স অন কার্ডিওলজিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবিঃ মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপিত

নানা আয়োজন ও বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকালে বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে, সি ব্লকের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ও ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অপর্ণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে মোনাজাত, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জাকরণ, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি।

এসকল কর্মসূচী পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক এই দিবস উপলক্ষে আজ শনিবার ২৬ মার্চ ২০২২ইং তারিখ, সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে বি ব্লকের নীচে স্থাপিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ও সি ব্লকের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে সম্মানিত উপ-উপাচার্যবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ, ডীনবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অপর্ণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। বাদজোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় মোনাজাত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ব টিউবারক্লোসিস দিবস উপলক্ষে র‍্যালি বৃক্ষরোপণ, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব টিউবারক্লোসিস (টিবি) দিবস ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি, বেলুন উড়ানো, বৃক্ষরোপণ, আলোচনা সভা (গোলটেবিল বৈঠক) অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বক্ষব্যধি বিভাগের উদ্যোগে আজ সোমবার ২৮ মার্চ ২০২২ইং তারিখ সকাল ৯টায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লকের সামনে থেকে 'যক্ষা নির্মূলে বিনিয়োগ, বাঁচাবে বহু লোক' এই স্লোগান নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয় এবং এরপর পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ডি ব্লকের সম্মুখে হাসনা হেনা, কাঁঠালী চাঁপাসহ বিভিন্ন চাড়া রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। সবশেষে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে 'ইনভেস্ট টু এন্ড টিবি সেইভ লাইভস' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ ও বক্ষব্যধি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরেটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, বিসিএসআইআর এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ, ফার্মাসিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায়। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং প্রোগ্রাম, স্ক্রীনিং প্রোগ্রামসহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধসহ স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখছে। যক্ষা নির্মূলের জন্য এই রোগ নির্ণয়ে স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের শরীরের লেটেন্ট টিবি বা সুপ্ত যক্ষা আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের শাসনামলে চিকিৎসাসেবা, শিক্ষাসহ স্বাস্থ্যখাতে যে বিশাল উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরেটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ বলেন, যক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে বছর ভিত্তিক কর্মসূচী নিতে হবে। জনসচেতনতা গড়ে তুলতে গণমাধ্যমের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, যক্ষা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের নিজস্ব মূল্যায়নকে কাজে লাগাতে হবে।

সভাপতি বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ ও বক্ষব্যধি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, যক্ষার মত একটি সর্বগ্রাসী মারাত্মক সংক্রমক রোগকে নির্মূল করতে হলে শুধুমাত্র চিকিৎসকের চিকিৎসাই যথেষ্ট নয় বরং প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের সহযোগিতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত যক্ষা নির্মূলে অংশগ্রহনকারী দেশ হিসেবে কঠিনভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে পূর্ণ উদ্যোমে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছিল। দুর্ভাগ্যবশত কোভিড-১৯ প্যানডেমিকের সীমাবদ্ধতার কারণে সেই লক্ষ্য পূরণ একটু পিছিয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবশ্যই দেশ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষা রোগ নির্মূলে সফল হবো। তিনি আরো বলেন, দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ সুপ্ত টিভিতে আক্রান্ত আছে। যক্ষা সম্পূর্ণ নির্মূলে এই আক্রান্ত জনগণকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যক্ষা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সুবিধা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে দিতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন ঔষুধ উদ্ভাবন করে তা সহজলভ্য করতে হবে।

শিশু হৃদরোগ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ফান্ড ২০ কোটিতে উন্নীত করা হবে, নিশ্চিত করা হবে সব ধরণের রোগের ও রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত বর্তমান ফান্ড ১২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হবে। সাথে সাথে জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরণের রোগের উন্নত চিকিৎসাসেবা এবং রোগ নির্ণয়ের সকল ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিশ্চিত করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। আজ মঙ্গলবার ২২ মার্চ ২০২২ইং তারিখে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি বিভাগের উদ্যোগে শিশু হৃদরোগীদের বিনা অপারেশন ও অপারেশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে আয়োজিত 'ম্যানেজমেন্ট অফ ডাবল আউটলেট রাইট ভেন্ট্রিকল' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোঃ শহিদুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ও পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। সেমিনারে স্পিকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. তাহমিনা করিম এবং সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতা উল্লাহ।

আজ মঙ্গলবার ২২ মার্চ ২০২২ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
কোলন ক্যান্সার সচেতনতা মাস ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আজ সোমবার ২৮ মার্চ ২০২২ ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোলন ক্যান্সার সচেতনতা মাস মার্চ ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, শাক সবজি খাওয়া এবং ফাস্টফুড ও এ্যালকোহল জাতীয় খাবার না খাওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া কোলন ক্যান্সার নির্ণয়ের লক্ষ্যে মল পরীক্ষা (ফিট) করে কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান সেখ। বিশেষ অতিথি হিসেবে মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু তাহেরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আরো জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণায় দেখা যায়, পায়ুপথ বা অন্ত্রনালীর ক্যান্সারে পুরুষদের মাঝে প্রতি ২১ জনে ১ জন ও মহিলাদের মাঝে প্রতি ২৩ জনে ১ জন এই রোগে ভোগেন। পুরুষদের মাঝে দ্বিতীয় ও মহিলাদের তৃতীয় মৃত্যুর কারণ হিসেবে অন্ত্রনালির ক্যান্সার দায়ী। পায়ুপথ বা অন্ত্রনালীর ক্যান্সারের লক্ষণ হলো পাতলা পায়খানা বা কোষ্ঠকাঠিন্য, মল ত্যাগের পরে পেট খালি না হওয়া ভাব, রক্তসহ মল বা গাঢ় লাল বা কালো রঙের মল, মলদ্বার দিয়ে রক্ত পরা, পেট ফাঁপা বা ব্যাথা, কিছু না খাওয়ার পরও পেট ভরা ভরা লাগা, দুর্বলতা ও অবসাদগ্রস্ত ভাব, হঠাৎ করে ওজন কমে যাওয়া, পেটে মাংসপিন্ড আকৃতির অনুভব, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ফুসফুসের ক্যান্সারের পরে পায়ুপথ বা অন্ত্রনালীর ক্যান্সার সারা বিশ্বে পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে আছে। অন্ত্রনালীর ক্যান্সারের জন্য বেশ কিছু কারণ দায়ী। কোলন ক্যান্সারের রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকি সমূহ হলো-বৃদ্ধ বয়স, উচ্চ মাত্রার প্রাণীজ প্রোটিন, চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণ, অল্প আঁশ যুক্ত খাবার গ্রহণ, মদ্যপান, পূর্বে স্তন, ডিম্বাশয় বা জরায়ুর ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলে, বংশগত কারো পায়ুপথ বা অন্ত্রনালীর ক্যান্সার থাকলে, আলসারেটিভ কোলাইটিস, ক্রন্স ডিজিজ বা আই বি ডি (অন্ত্রনালীর ঘা জাতীয় সমস্যা), স্থূলতা, ধূমপান, কায়িক পরিশ্রম না করা, কারো যদি খাদ্যাভ্যাস পূর্ব থেকে পলিপ বা ছোট মাংসপিন্ড থেকে থাকে, তা ক্যান্সার রূপান্তরিত হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাডাভেরিক জাতীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

আজ সোমবার ২৮ মার্চ ২০২২ ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে ব্রেইন ডেথ ঘোষিত ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ, সংযোজন ও প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করা সংক্রান্ত ক্যাডাভেরিক জাতীয় কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বিশিষ্ট কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশীদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. মোঃ আশারাফুজ্জামান সজিব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দলকে ৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় রাখতে হবে: অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ

দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বাংলাদেশকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, আমরা এই দেশকে মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই। সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। সেই লক্ষ্যে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। চলমান উন্নয়নে যাতে ব্যত্যয় না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

আজ বুধবার ৩০ মার্চ ২০২২খ্রিঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের আজকের উন্নয়নের মূলে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু আর এই উন্নয়নের প্রধান কারিগর হলেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু সাম্য ও সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার মাঝেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। বঙ্গবন্ধুর ঠিকানা হলো মানুষ ও বাঙালী। তিনি মানুষকে ভীষণ ভালবাসতেন। জনতার ভালবাসাই খাওয়া মানুষদের জন্য তার দরদ প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন। তিনি বাঙালীরা তাকে হত্যা করতে সংগ্রামী জীবনের ঐতিহাসিক বিষয় বিপদে-আপদে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম কাছেই ফিরে যেতে হবে।

আজকের এই আয়োজনের জন্য জানিয়ে তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু দেশেরই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতে উন্নীত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা সেবা সম্ভাবনা অনেক বেশী।

সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর সময়ে হেলথ সেক্রেটারি করা হয়েছিলো একজন চিকিৎসককে। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল একজন শিক্ষাবিদকে দিয়ে। যার যে অভিজ্ঞতা আমরা যদি সেভাবে তাদেরকে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে প্রত্যেক সেক্টরেই আমরা উন্নত হতে পারব। মন্ত্রণালয়ের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিম করা হলে ভাল হয়। মন্ত্রীসহ কর্তাব্যক্তিরা যদি তাদের পরামর্শ মতো কাজ করেন, তাহলে আমরা আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। করোনার সময়ে সাউথ এশিয়াতে বাংলাদেশ প্রথম এবং সারাবিশ্বে ২৬তম অবস্থান, এটি কিন্তু এমনিতেই হয়ে যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় চিকিৎসকরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

অধ্যাপক ডা. মো.শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, আমরা সফলভাবে টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করছি। একদিনে এক কোটি ২০ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়ার ইতিহাস; সারাবিশ্বের কোথাও নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন হিরো, তিনি করোনা টিকায়ও সেটি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তার বদৌলতে আমরা করোনা সংক্রমণমুক্ত বাংলাদেশের প্রায় দারপ্রান্তে চলে এসেছি।গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ, উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ডা. এ এইচএম জুহুরুল হক সাচ্চু, ইউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ইশতিয়াক আজমেদ শামীম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর দায়িত্ব গ্রহণের ১ বছরের গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম সমূহ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত
বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না, সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর দায়িত্ব গ্রহণের ১ বছরের গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম সমূহ নিয়ে আজ ২৯ মার্চ ২০২২ইং তারিখ সকাল ১১টায় শহীদ ডা. মিল্টন হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দিন শাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নান। সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও গবেষণাসহ জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে গত এক বছরে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না। শুধু প্রশংসা নয়, গঠনমূলক সমালোচনা প্রত্যাশা করছি। আমি মনে করি, গঠনমূলক সমালোচনা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। গত এক বছরের মতো আগামী দিনেও সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই। সবার সহযোগিতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা শুরু করতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত গবেষণা কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং এই কার্যক্রম আরো জোরদার গতিতে নেওয়া হবে। চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রেও দেশের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা ও সকল ধরণের রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চিত করা হবে। তিনি আরো বলেন, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চালু হওয়ার অপেক্ষায় থাকা দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল চালু হলে রোগিদের কে চিকিৎসাসেবার জন্য আর বিদেশে যেতে হবে না। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলমান উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার সাথে সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সও চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ গত ২৯ মার্চ ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গত ১ বছরের গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে– বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও হাসপাতালের অভ্যন্তরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বেতার ভবনে ১০০ শয্যা করোনা ইউনিট এবং ননকোভিড রোগীদের জন্য ১০ বেডের নতুন আইসিইউ ইউনিট এর উদ্বোধন, জেনোম সিকোয়েন্সিং রিসার্চ প্রজেক্টের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ফিল্ড হাসপাতাল চালু, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর স্মৃতিকক্ষ কেবিন-১১৭ শুভ উদ্বোধন, নন- রেসিডেন্ট ছাত্র-ছাত্রীদের ভাতা প্রদান, বন্ধ থাকা টিএসসি চালু, ২০ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অক্সিজেন প্লান্ট চালু, পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রাইনোলজি ক্লিনিক, পেডিয়াট্রিক থাইরয়েড ক্লিনিক ও গ্রোথ ক্লিনিকের যাত্রা শুরু, রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিমেচিউরিটি (আরওপি) ক্লিনিক চালু চালু, প্যাথলজি বিভাগের সাইটোজেনেটিকস ল্যাব এ ফিস টেস্টের উদ্বোধন, ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগে ইমারজেন্সী ল্যাব উদ্বোধন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন, প্রবীণ দিবসে প্রবীণদের পুষ্টিসহ ৩টি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা, রোগীদের সুবিধার্থে বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোর চালু, অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগে আরথ্রোস্কোপি ইউনিটে না কেটেই সফলভাবে শোল্ডার জয়েন্ট আরথ্রোস্কোপির মাধ্যমে ব্যাংকার্ট রিপেয়ার কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন, প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর পর প্রথমবারের মতো হেলথ কার্ড চালু, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় গবেষণা দিবস উদযাপন, সফলভাবে ইনফার্টিলিটির চিকিৎসায় স্টেম সেলের প্রয়োগ, সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাধারণ জরুরি বিভাগ চালু, রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফার্টিলিটি বিভাগে ডিম্বাশয়ে স্টেম সেল থেরাপি প্রতিস্থাপনের মহতী কার্যক্রমের উদ্বোধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি এন্ড ইমিউনোলজি বিভাগে স্থাপিত স্বয়ংক্রিয় জীবাণু সনাক্তকরণ. এ্যান্টিবায়োটিকের সংবেদনশীলতার মাত্রা নির্ধারণের মেশিনের কার্যক্রমের উদ্বোধন, শিশু সার্জারি বিভাগে স্কিল ল্যাব, ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ৩টি ডিভিশন এবং হিজরা নামে পরিচিত তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের চিকিৎসার জন্য ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট বহির্বিভাগ ক্লিনিক চালু, কলোরেক্টাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং টেস্ট (ফিকাল ইমিউনোকেমিকেল টেস্ট-ফিট) চালু, অটোল্যারিংগোলজি হেড এন্ড নেক সার্জারি বিভাগের উদ্যোগে স্কিল ল্যাবের উদ্বোধন, মেলনিউট্রিশন ক্লিনিকের উদ্বোধন, প্লানেটারি হেলথ একাডেমিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী হজকিনস লিম্ফোমায় আক্রান্ত ১২ বছর বয়সী রোগী শ্রাবণ স্ল্যালকে চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা গ্রহণ, মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প কর্মসূচি পালন, লিভার ক্যান্সারের সর্বাধুনিক চিকিৎসা টেইস চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন, মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে শতাধিক নন রেসিডেন্ট ছাত্র-ছাত্রীদের (চিকিৎসকদের) বৃত্তি প্রদান, রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স ও সার্জন অফ গ্লাসগো থেকে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের এফ.আর.সি.এস ডিগ্রী লাভ, প্যাথলজিভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি ও মাসব্যাপী হাসপাতাল ভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নিয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিসিএসআইআর এর সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোড বিশ্ববিদ্যালয় সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর, শিশুদের মেরুদন্ডের বাঁকা হাড় সোজাকরণ ইউনিটের উদ্বোধন, কোভিড-১৯-এর ৭৬৯টি জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ, গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি ওপিডি স্পেশাল ক্লিনিকের উদ্বোধন, দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান, ৯৩৭টি জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ, কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহীতাদের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ, ৯০০ শত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ এবং ৭০০ শত নতুন নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন, কোর্স আউট শিক্ষার্থীদের সুযোগ প্রদান, রেসিডেন্ট, নন-রেসিডেন্টদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, রেকর্ড রুম ডিজিটালাইজড করার নির্দেশ প্রদান, অক্ষত নিবারণ সংক্রান্ত উচ্চতর মেডিক্যাল চিকিৎসা শিক্ষার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহীতাদের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ, দেশেই রোগ প্রতিরোধ ও মৌলিক গবেষণার নবদিগন্তের দার উন্মোচন, ভাইস-চ্যান্সেলর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত, শিক্ষকদের জন্য গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান, রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ইনডাকশন প্রোগ্রাম (আবেশন) অনুষ্ঠান ২০২২ অনুষ্ঠিত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সাথে গণভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সাক্ষাৎ, প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ বেতার ভবনে পুস্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন, ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি বিভাগ চালু, পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড থ্যালাসেমিয়া ডে-কেয়ার সেন্টার ও শিশু পালমোলজি ওয়ার্ড এবং মুভমেন্ট ফর থ্যালাসেমিয়া ইরাডিকেশন ইন বাংলাদেশের উদ্বোধন, বিশ্ব কিডনী দিবস ও বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ ২০২২ উদযাপিত, খাদ্যে ক্ষতিকারক উপাদানের উপস্থিতি (ফুড হ্যাজার্ড) নিয়ে ৩টি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ, বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ১০০ আলোকচিত্র নিয়ে প্রদর্শনী ও শিশুদের ফটোগ্যালারীর উদ্বোধন, ১৭ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা, ফ্রি সার্জারি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা প্রদান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিসহ নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপিত এবং গত ১৮ মার্চ ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ২০২২ইং শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন ইত্যাদি।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **ছবি:** সোহেল, আরিফ
প্রকাশক : অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল হান্নান, রেজিস্ট্রার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, **ওয়েবসাইট:** www.bsmmu.edu.bd, **ই-মেইল:** mediacell@bsmmu.edu.bd
মুদ্রক : পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০